শিশুস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতিমালা প্রণয়নে শিশুর অংশগ্রহণের ফলে কী ঘটবে

- আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় সুবিধাবঞ্চিত শিশুসহ সকল শিশুর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে;
- আইনসমূহ শিশুদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তবসম্মত হওয়ার সুযোগ থাকবে;
- ভবিষ্যতে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনে তাদের নেতৃত্ব ও দায়িত্বশীলতা বিকশিত হওয়ার সুযোগ তৈরি হবে;
- গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া শক্তিশালী হবে।

শিশুস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতিমালা প্রণয়নে শিশুর অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে মনে রাখা প্রয়োজন

- শিশুসংশ্লিষ্ট সকল ক্ষেত্রে শিশুর মতামত প্রকাশ শিশুর অধিকার;
- শিশু কারো দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে তাদের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী মত প্রকাশ করে, তাই এটি নিরপেক্ষ হয়;
- মত প্রকাশের অধিকার শিশুকে বৈষম্য ও নির্যাতন থেকে রক্ষা করে;
- এর ফলে শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ গুরুত্ব পায়।

বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার ৪৫ শতাংশ শিশু (জাতীয় শিশু নীতি, ২০১১)। মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকের কাছাকাছি এই জনগোষ্ঠীর সর্বোচ্চ স্বার্থ নিশ্চিত করতে তাদের বিষয়ে তাদের কথা শোনা অত্যাবশ্যকীয় বলে চাইল্ড রাইটস অ্যাডভোকেসি কোয়ালিশন মনে করে।

কোয়ালিশন সদস্য– সেভ দ্য চিলড্রেন, একশনএইড বাংলাদেশ, আইন ও সালিশ কেন্দ্র, চাইল্ড রাইটস গভর্ন্যান্স এ্যাসেম্বলী (সিআরজিএ), এডুকেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন- এডুকো, জাতীয় কন্যাশিশু এ্যাডভোকেসি ফোরাম, প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, টেরে ডেস হোমস- নেদারল্যান্ডস, বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম এবং ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ।

সেক্রেটারিয়েট– আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক), ২/১৬, ব্লক-বি, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭, ফোন: ৮৮০-২-৮১০০১৯২, ৮১০০১৯৫, ৮১০০১৯৭, ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৮১০০১৮৭, ইমেইল: ask@citecheo.net, ওয়েবসাইট: www.askbd.org

CHILD RIGHTS ADVOCACY COALITION in BANGLADESH

শিশুর অংশগ্রহণের অধিকার

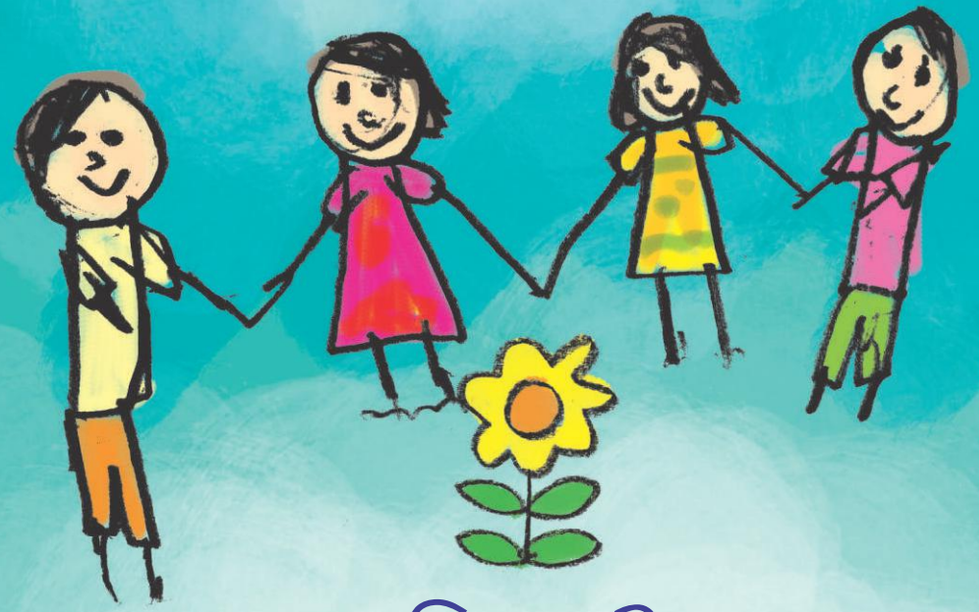

অংশগ্রহণ শিশুর উন্নয়ন ও সুরক্ষা নিশ্চিত করে

শিশুর অংশগ্রহণ

কয়েক বছর আগেও শিশুর অংশগ্রহণ বা মতামত প্রদান সম্পর্কে ধারণা ছিল– শিশুরা বোঝে না। তাদের কথা শোনা ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। শিশুরা যেহেতু সব বিষয়ে বড়দের ওপর নির্ভরশীল, তাই তাদের বিষয়ে কথা বলার অধিকার বড়দেরই। কিন্তু বর্তমানে এ ধারণার পরিবর্তন হতে শুরু করেছে এবং এর প্রভাবও লক্ষণীয়। মা-বাবাও পরিবারে শিশুর মতামত গ্রহণের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে শুরু করেছেন। সরকারের নীতিনির্ধারণী পর্যায়েও

পরিবর্তন লক্ষণীয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, গত কয়েক বছর অর্থ মন্ত্রণালয় শিশুদের জন্য প্রাক্-বাজেট আলোচনার সূচনা করেছে, যেখানে দেশের প্রায় সকল জেলার শিশুরা প্রতিনিধিত্ব করছে। বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন বাস্তবায়নে জেলা, উপজেলা এবং যাচাই কমিটিতে একজন ছেলে ও একজন মেয়েশিশুর প্রতিনিধিত্ব করার বিধান রাখা হয়েছে। আরো একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলো : ২০১৬ সালের ডিসেম্বরে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় শিশুবান্ধব স্থানীয় সুশাসনের সম্প্রসারণ ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের লক্ষ্যে শিশুর অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করার জন্য একটি প্রজ্ঞাপন প্রচার করেছে। সরকারের পাশাপাশি নাগরিক সমাজও নিজেদের কর্মসূচিতে শিশুর মতামত গ্রহণের সুযোগ তৈরিতে কাজ করছে এবং বাংলাদেশে শিশুর অংশগ্রহণের অধিকারকে বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।

শিশুর অংশগ্রহণ নিয়ে আইন ও নীতিমালা কী বলে

জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ বাস্তবায়নে চাইল্ড রাইটস অ্যাডভোকেসি কোয়ালিশন ইন বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে অ্যাডভোকেসি করে থাকে। কোয়ালিশন বিশ্বাস করে, "অংশগ্রহণ শিশুর অধিকার, অংশগ্রহণ শিশুর উন্নয়ন ও সুরক্ষা নিশ্চিত করে।" তাই শিশুর জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে শিশুর মতামতের প্রতিফলন থাকা প্রয়োজন। এটি জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ বাস্তবায়নের উল্লেখযোগ্য একটি মূলনীতি। 'জাতীয় শিশু নীতি, ২০১১'-এর মূলনীতিতে শিশুর সার্বিক সুরক্ষা ও সর্বোচ্চ স্বার্থ রক্ষায় তাদের মতামত গ্রহণ ও আন্তর্জাতিক কনভেনশন অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণের কথা উল্লেখ রয়েছে। এ ছাড়াও নীতিমালায় শিশু অধিকার এবং উন্নয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সকল কার্যক্রমে শিশুর মতামত ও অংশগ্রহণের প্রতি জোর দেয়া হয়েছে।

আইন ও নীতিমালা প্রণয়নে শিশুর অংশগ্রহণ কেন জরুরি

কোয়ালিশন লক্ষ করেছে, যে আইন ও নীতিমালা দ্বারা শিশুর জীবন পরিচালিত ও প্রভাবিত হয়, বাস্তবে সে আইন ও নীতিমালা প্রণয়নে তাদের বক্তব্য প্রকাশের সুযোগ নাই। একবার আইন প্রণীত হয়ে গেলে এর পরিবর্তন এবং পরিবর্ধনও একটি সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। তাই আইন ও নীতিমালা প্রণয়নের সময়ই শিশুর বক্তব্য শোনা খুব জরুরি। সাধারণত বড়রা ধারণা করে থাকে "শিশুরা বয়সে অপরিপক্ব, ভুল করতে পারে কিংবা তাদের ভাবনাগুলো যৌক্তিক নয়"। তাই শিশুর অংশগ্রহণ বিষয়ে বড়দের আরো পরিষ্কার ধারণার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন থাকাও প্রয়োজন। আমাদের মনে রাখতে হবে, মতামত প্রকাশ শিশুর অধিকার এবং এই জন্য তাদের ভাবনাগুলি নির্ভুল হবার দরকার নাই। এছাড়া মনে রাখতে হবে, বড়রাও সব সিদ্ধান্ত সঠিক নিতে পারে না অথবা বড়রাও ভুল করে। শিশুরা ভুল করতে পারে ভেবেই তাদের কথা না-শোনাটা তাই একদম যৌক্তিক নয়। তাই আইন প্রণয়ন ও নীতিমালা প্রণয়ন পর্যায়ে কার্যকরভাবে শিশুর ভাবনার প্রতিফলন থাকতে হবে। সরকারের এই বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে পূর্ণাঙ্গ একটি গাইডলাইন প্রণয়ন করা দরকার, তাহলে শিশুর মতামত গ্রহণের বিষটির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ হবে এবং সকল বিষয়ে তাদের মতামত গ্রহণে একটি স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থাপনা তৈরি হবে। সেই ধারাটি বাংলাদেশে এখনো অনুপস্থিত।